এইচএসসি মাস্টার প্ল্যান

কিভাবে আমি আমার উচ্চমাধ্যমিক বোর্ড পরীক্ষা ‘মোকাবিলা’ করার প্রস্তুতি আর পরিকল্পনা করছি সেটা নিয়ে আলোচনা।

প্রণেতাঃ আল রাজী

সূচি

কৌশলগত তথ্য
কৌশল ও সমাধান
পরিকল্পনা

পরিকল্পনা অনেক করা যাবে, কিন্তু পরিকল্পনা করবো কি নিয়ে। আগে পরিস্থিতির সকল গুরুতর ও লঘুতর বিষয়গুলো সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা অর্জন করা দরকার, আর তাই...

ধাপ ১ – কৌশলগত তথ্য

(অপারেশনাল ইন্টেলিজেন্স)

কৌশলগত তথ্য দাতা ও তার ভিত্তিতে নিজেদের সিদ্ধান্ত চাপানো ৩টি সংস্থা

কোনো পরিকল্পনার নকশা আঁকার আগে পরিস্থিতির ফিগার বারবার স্কেচ করা প্রয়োজন পড়ে। এক্ষেত্রে অনেক সময় নিজের বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ করে তথ্যের সাথে তথ্য মিলিয়ে নতুন কিছু দেখা – এটিই ইন্টেলিজেন্স।

পরিস্থিতি নিয়ে তথ্য

- পরিস্থিতির যেসব জিনিস নিয়ে আমাদের আলোচনা করা প্রাসঙ্গিক হবে এবং কেন হবে তার একটা তালিকাঃ
  - ১। সিলেবাস (সৃজনশীল ও শর্ট)
  - ২। পরীক্ষার হল (ফাঁকা আর ক্ষণস্থায়ী)
  - ৩। কলেজ (ভালো কিন্তু প্যারা দেয়)

- সেকশন সজ্জাঃ
  - এই সেকশনে লাল দাগের পয়েন্ট গুলো আসলে অপরিবর্তনীয় কিছু সমস্যা বা সুবিধা।
  - সবুজগুলো আমাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রণযোগ্য।
  - নীলগুলো এর মাঝখানে কোথাও। পরিবর্তনীয় কিন্তু আমাদের হাতে না।
  - বেগুনি হলো লাল আর নীলের মিশ্রণ।

সিলেবাস

- ১। সিলেবাস কোন বিষয়ে আসলে কত অংশ সংক্ষিপ্ত হয়েছে।
- ২। বিগত পরীক্ষাগুলোতে উক্ত সিলেবাস থেকে (অধ্যায়ভিত্তিক) প্রশ্নের পরিমাণ পুরো প্রশ্নের কত অংশ।
- ৩। কোন বিষয়ে প্রশ্নকর্তা প্রশ্নের জটিলতার সাথে শিক্ষার্থীবৃন্দের সময়ের ও অনুশীলনের অভাবের কোনো আপোষ করার চেষ্টা করবে কি না।

পরীক্ষার হল

- ১। হলে যারা সাথে বসবে তারা কি পরীক্ষার হলে সাহায্য করবে(/জ্বালাবে)?
- ২। সেন্টার (যদি জানা থাকে) অনুকূল না প্রতিকূল (বিদ্যুৎ, যাতায়াত, গার্জিয়ান)।
- ৩। গার্ড ,কলেজ পলিটিক্স , হিংসা, বাথরুম।

কলেজ

- ১। ব্যবহারিক এ কি যন্ত্রণা দিবে।
- ২। কোনো দূর্নীতির শিকার হবো কি না।
- ৩। কলেজে ডেকে সময় নষ্ট করবে কি না।

রসদ নিয়ে তথ্য

- আমাদের যেসব রসদ নিয়ে আলোচনা করা প্রাসঙ্গিক হবে এবং কেন হবে তার একটা তালিকাঃ
  - ১। সময় (কম আবার যথেষ্ট)
  - ২। সাহায্য (আছে কিন্তু ঝামেলা)
  - ৩। ঘুম (অনেক কিন্তু অসময়)

সময়

- ১। ব্যাচ, কোচিং, অন্যান্য কাজ শেষ করে কত সময় থাকে?
- ২। সময় এর গ্যাপ কত করে? একটানা কয়েক ঘন্টা নাকি আধা ঘন্টা আধা ঘন্টা করে?

সাহায্য

- ১। আমার কোনো পড়া আটকে গেলে কি সাহায্য পাব?
- ২। সাহায্য কি কার্যকরী হবে?
- ৩। আমি নিজেকে সাহায্য করতে পারবো?
- ৪। ইন্টারনেট এর প্রভাব কেমন আমার উপর?
- ৫। আমার কোন কোন সাবজেক্টে দূর্বলতা কেমন? কি নিয়ে ভয় কম পেলেও হবে?

ঘুম

- ১। আমার কি ঘুমের সমস্যা আছে?
- ২। কত ঘন্টা ঘুমালে ভালো ঘুম হয়?
- ৩। দিনের কোন অংশে ঘুমালে বেশি কার্যকর হবে?

সবকিছুর সম্মিলন

- এতক্ষণ আমরা একসাথে অনেকগুলো বিষয় দেখলাম যেগুলো, পরিস্থিতির স্বাভাবিক স্রোতে আমাদের বিবেচনার মধ্যে রাখতে হচ্ছে।
- এগুলোর একটির সাথে আরেকটির সম্পর্কও যে আছে সেটিও স্পষ্ট। যেমন ঘুম আর সময়।
- প্রত্যেকটিই আমাদের মাথায় রাখা দরকার।

মানুষ কোনো এক ধরণের সমস্যা মোকাবিলা করতে নির্দিষ্ট কিছু পদক্ষেপ নেয়...

ধাপ ২ – কৌশল ও সমাধান

মিলিটারি ডকট্রিন এর বাস্তবায়ন - ট্রেনিং

আমাদের কোনো কিছু ঘটাতে গেলে নিজেদের কিছু নিয়ম থাকা লাগবে, যেখানে আমরা ঠিক করবো যে কোন দিকে গুরুত্ব বেশি দেয়া হবে। এই কাজ একমাত্র তখনই সম্ভব যখন কোনো নির্দিষ্ট কাজের প্রত্যেক ধাপ এর জন্য বিশেষ doctrine দাঁড় করাবো।

বেসিক

- থিওরির আরেক নাম বেসিক
- সবথেকে বড় কথা, সব বেসিক আয়ত্ব না থাকলেও সময় কম এইবার।
- থিওরি ক্লিয়ার রাখার জন্য থিওরি সম্পর্কিত প্রশ্ন সমাধান করাটা বাড়ানো লাগবে। এক্ষেত্রে অনলাইন অনেক কাজে দেয়।
- সর্বোপরি থিওরি নিয়ে বেশি ভয় না পেয়ে টেস্ট পেপারে বেশি মন দেয়া লাগবে। যদিও এর আগেরবার এর পরীক্ষাগুলাতে টেস্ট পেপারের ভার বেশি থাকতো, এবার তা কমে যাবে। বেসিক একদম দূর্বল হলে বিপাক নিশ্চিত।

টেস্ট পেপার সলভ

- এইটা মূলত প্রায়োগিক কাজ, বোর্ড কেন্দ্রিক পুরোপুরি।
- প্রশ্নে বৈচিত্র্য থাকলে টিকে থাকা সহজ হবে যদি বেসিক শক্ত থাকে।
- সন্দেহ করা যায় এইবার প্রশ্নে বেসিক যাচাইয়ের হার বেশি হবে, তাই টেস্ট পেপার সলভ এর ফলাফল আগের মতো অধিক হবেনা।
- সর্বোপরি টেস্ট পেপারে বেশি জোর দেয়া লাগবে।

বেসিক-টেস্ট পেপার

এটা বোর্ড পরীক্ষা। বোর্ডের প্রস্তুতি আলাদা।

নিজে পড়া

- পরীক্ষার হলে যে প্রেশারে মাথা খাটাতে হয় সেই প্রে.শারে নিজেকে ঘন্টার পর ঘন্টা রেখে যাচাই করতে হবে। অভ্যস্ত হতে হবে। কারণ পরীক্ষার খাতায় ভালো দাগ রেখে আসতে হলে পরীক্ষার হলের পরিস্থিতিতেই অভ্যস্ত হতে হবে, বাসার পরিস্থিতিতে না।

ব্যাচ - স্যার

- ব্যাচ করার একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া দরকার সমস্যা সমাধান করা আর পরীক্ষা দেয়া, বেসিক ঠিক করানোর সময় নেই এখন। ফাইনাল প্রোগ্রাম একমাত্র সমস্যাপূর্ণ সাবজেক্টে করাটাই শ্রেয়।

নিজে পড়া-ব্যাচ-কোচিং

এটা বোর্ড পরীক্ষা। বোর্ডের প্রস্তুতি আলাদা।

কাজ	রেস্ট
• ব্যস্ততা এখন অনেক দরকার। থামলে বিচ্ছিরি লাগে।	• না নেয়াই ভালো • নিলে ইউটিউবে US Auto Industry, History Matters, Vsauce এর ভিডিও দেখা যায়। • সপ্তাহে ২ দিন ছুটি ধরা অধিক কার্যকর হবে এক্ষেত্রে। শুক্রবার আর সোমবার। কারণ জানতে এখানে ক্লিক করুন। দিনে ৬ ঘন্টা করে গ্যাপ মানে অনেক ফ্রিডম।

কাজ-রেস্ট

এটা বোর্ড পরীক্ষা। বোর্ডের প্রস্তুতি আলাদা।

Strict Rules	Loose Rule
• কঠোর রুটিনে পড়া এখন সময়ের দাবি।	• পড়ার বেলায় এখন স্বাধীনতা তোইরি না করাটাই উত্তম।

নিয়ম-অনিয়ম

এটা বোর্ড পরীক্ষা। বোর্ডের প্রস্তুতি আলাদা।

ঘুম	জাগরণ
• বেশি ঘুমের সুবিধা কম। আমার ক্ষেত্রে, প্রথম ৪.৫ ঘন্টা ঘুমানোর পর ঘুমের সুফল বৃদ্ধির হার অনেক কমে যায়। ৫-সাড়ে ৬ ঘন্টা অনেক বেশি।	• পড়ার বেলায় এখন স্বাধীনতা তৈরি না করাটাই উত্তম।

ঘুম-কম ঘুম

এটা বোর্ড পরীক্ষা। বোর্ডের প্রস্তুতি আলাদা।

আক্রান্ত	সুস্থ
• আপনি সুস্থ না থাকলে আমার পরিকল্পনা আপনার কোন কাজে আসবে না, শুধু কাজে আসবে আমার নির্দেশনা। • কিছু করার নেই আমার আপনার। আপনি পড়তে পারেন কিন্তু আমি না।	• তাহলে কাজে লেগে থাকা লাগবে।

অসুস্থ-সুস্থ

এটা বোর্ড পরীক্ষা। বোর্ডের প্রস্তুতি আলাদা।

পরিকল্পনার আসল ধাপ...

ধাপ ৩ – পরিকল্পনা

এডলফ হিটলার, তার জেনারেলদের সাথে...

পরিকল্পনা করা শুধুমাত্র লক্ষ্য স্থির করাই না, লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য হাতে থাকা রসদ, অস্ত্র আর সময় কোন পদ্ধতিতে এবং কোন কারণে ব্যবহার করা হবে তা নির্ধারণ করাটাও অনেক দরকারি।

পরিকল্পনার আগে…

- এখন আমি আমার অবস্থার উপর ভিত্তি করে আমার ইন্টেলগুলো মিলিয়ে একটা পরিকল্পনা গঠনের প্রক্রিয়া দেখাতে চলেছি।

- সব বড় বড় অপারেশনের একটা নাম দেয়া হয় মিলিটারিতে, আমিও সেরকম একটা নাম দিচ্ছি যাতে "নামমাত্র"-ই আমার মনে পড়ে যায় যে পরিকল্পনার সাথে লেগে থাকা দরকার (!)

Operation Semper

- “Semper” মানে হলো সবসময়।
- গ্রুপঃ সায়েন্স
- কলেজঃ নটর ডেম
- ঘুমঃ ৫ ঘন্টা দৈনিক (শুক্রবার ১০ ঘন্টা)
- অপারেশন গাইডলাইনঃ Sola Fide (By faith alone)

ইন্টেল

- ১। সিলেবাসঃ
  - প্রায় কোনো সাবজেক্টেরই ভালো না। প্রশ্ন প্যাটার্ন ও সিলেবাসের পরিসর এর অনুপাত আগের থেকে আলাদা। রসায়নে ২য় পত্র তুলনায় অনেক বেশি পড়া।
  - আবার এটাও সত্য যে যেসব অধ্যায় আছে সেখান থেকে প্রশ্ন আসছে বেশি বোর্ড পরীক্ষায়। টেস্ট পেপার ঘাটলে দেখা যায় অনেক।
- ২। প্রশ্নঃ
  - ১) সিলেবাস ছোট
  - ২) বিগত বছরগুলোতে ওই সিলেবাস থেকে প্রশ্ন বেশি আসছে
  - ৩) প্রশ্নের প্যাটার্ন ছোট

৩। প্রশ্নকর্তাঃ

১) সময় কম পেয়েছি তাই প্রশ্ন বিগত বছর এর প্রশ্নের আদলে করার চেষ্টা করবে অনেকাংশে।

২) সিলেবাস এর তুলনায় প্রশ্ন প্যাটার্ন ছোট হওয়ায় **জটিল প্রশ্নের পরিমাণ আনুপাতিকভাবে বাড়বে।** <u>বেসিক যাচাই হবে বেশি। জিপিএ ৫ কমানোর নির্দেশ আসছে উপরমহলে।</u>

ইন্টেল

- ৪। পরীক্ষার হলঃ
  - আমার হল কোথায় পড়বে ঠিক নেই কিন্তু ক্লাসমেটগুলো জ্বালাবেনা ইনশাল্লাহ।
  - হয়তূ দূরে হবে, ঢাকা অপছন্দের জায়গা। কিন্তু তাতে খুব কমই আসে যায়। হলে ঢুকার আগে চোখ বুলানোর সুযোগ পাবোনা। তাই আরো ভালো পড়া লাগবে।
  - আমাদের কলেজের ছেলেদের অনেক জ্বালা যন্ত্রণা দেয়া হয় হলে। অন্য কলেজের হিংসার কারণে মূলতঃ।
- ৫। কলেজঃ
  - ব্যবহারিক নিয়ে একটু যন্ত্রণা হবে।
  - কিন্তু হেল্পও করবে ভালো।

৬। সময়ঃ

নামায কালাম ঘুম খাওয়া বাদে দিনে বাকি থাকে ১৫ ঘন্টা।

পড়তে ভালো লাগেনা তাই সারাদিন ছড়ায় ছিটায় ৪ ঘন্টা গেম খেলবো, সেটা হয়তো পরে কমে যাবে।

ইন্টেল

- ৭। সাহায্যঃ
  - অতিরিক্ত ব্যাচ পড়িনা কিন্তু এমন স্যার আছেন যারা ভেজাল থেকে আঁচায় আনতে পারবে যখন যাবো তাদের কাছে। কিন্তু একবারে সবকিছু গুছায় দেখাতে হবে ।
  - গণিত করার গতি কম,
  - পদার্থবিজ্ঞান এর সব বেসিক অনেক স্ট্রং
  - কেমিস্ট্রি বেসিক ভালো কিন্তু পড়া হয়েছে কম, মানে অনেক কম। বিশেষতঃ ২য় পত্রে।
- ৮। ঘুমঃ
  - ৫ ঘন্টা ঘুম ভালোই হয়, কিন্তু মন খারাপ হওয়া শুরু করলে ঘুম একটানা ১৪-১৫ ঘন্টাও হয়।
  - ভোরের পর ঘুমানো বন্ধ হয়ে যাবে এর পর।

লক্ষ্য

- ১। **নভেম্বর ১৫** এর ভেতর প্রাসঙ্গিক সকল বোর্ডের প্রশ্ন অন্ততঃ একবার সমাধান করতে সক্ষম হওয়া।
- ২। গণিতে **গতি** বাড়াতে হবে।
- ৩। কেমিস্ট্রিতে **জৈব রসায়নের** দূর্বলতা দূর করতে হবে।
- ৪। পদার্থবিজ্ঞানে **নিরংকুশ** দখল বজায় রাখা লাগবে।

পরিকল্পনা ১ – নভেম্বর ১৫

- হাতে যা যা আছেঃ
  - বই, খাতা, কলম, অল্প সময়।
- আরো যা যা লাগবেঃ
  - টেস্ট পেপার, ফাইল, ক্লিপবোর্ড, আরো কলম আর পেন্সিল, শীতকালের জন্য লিপজেল।
- ম্যানিফেস্টোঃ
  - ১। সময় বন্টনঃ
    - কলেজ চলাকালীনঃ ঢাকা থাকবো, যাতায়াত আর থাকায় ঝামেলা হবে। ডাউনটাইমে মেন্টাল স্টাডি করা লাগবে প্রচুর।
    - কলেজ অফ হলেঃ বাড়ি থেকে পড়া সুবিধা নিঃসন্দেহে, আরো বেশি সময় দিবো, মেন্টাল স্টাডি এর উপর আগের মতো বেশি না তবুও প্রেশার দিব ডাউনটাইমে।
    - একটানা ২০ মিনিটের বেশি গ্যাপ থাকলে পড়ার কাজে ব্যয় করা এখানে আমার দায়িত্ব। যেমনঃ ২০ মিনিটের বেশি বাস যাত্রা। যা কলেজে গেলে অনেক করতে হবে।

  ২। পড়ার কৌশলঃ

  দিনের পর দিন যেভাবে পড়ে আসছি সেভাবে। বই নেব খাতা নেব দাগাবো আর লেখবো। সলভ করবো। নেট ঘাটবো সল্যুশনের জন্য। ৭ বছরের অভিজ্ঞতা।

  ৩। হিসাবরক্ষণঃ

  স্বল্প সময়ে অধিক কাজ সম্পাদনের জন্য একটা ক্লিপবোর্ডে টু-ডু লিস্ট, সাপ্তাহিক সকল গোল আর জেনারেল কাওকর্ম একত্র করে লিখে রাখা লাগবে।

সময় বন্টন - ঢাকা

শুরু	শেষ	ব্যবধান
ভোর ০৫-০০	কলেজ যাওয়া	৩-৬ ঘন্টা
কলেজ লাইব্রেরিতে ঢোকা	যোহর	২-৫ ঘন্টা
যোহর ১৩-০০	ক্লাস শেষ	৩ ঘন্টা
ক্লাস শেষ ১৬-০০	বাসা	১-২ ঘন্টা
বাসা	ঘুমের আগে	৬-৭ ঘন্টা
		১৯ ঘন্টা

দিনের বেলায় সমস্যা সমাধান হবে

সন্ধ্যার পর পড়া হবে।

সময় বন্টন – ন-ঢাকা

শুরু	শেষ	ব্যবধান
ভোর ০৫-০০	যোহর ১৩-০০	৮ ঘন্টা
যোহর	মাগরিব ১৯-০০	৬ ঘন্টা
বাসা	ঘুমের আগে	৫ ঘন্টা

সন্ধ্যা বেলায় সমস্যা সমাধান হবে

দিনের বেলায় হবে পড়া।

হিসাব রক্ষণ (ক্লিক করুন)

- **ট্র্যাকিং শিটঃ** আজকের দিনে কি কি কাজ হাতে আছে তা প্রথম একটা কাগজে লেখা লাগবে। কাজ সেষে কেটে দিব।
- **সাপ্তাহিক টু-ডু লিস্টঃ** সপ্তাহের কোন দিনে কোন কাজগুলো দিন শেষ হবার আগেই শেষ করতে হবে যেন পরবর্তী দিন কোনো আফসোস আর বাঁধা না থাকে।
- **সাধারণ কার্যলিস্টঃ** প্রতিদিন কি কি কাজ করা লাগে তার একটা লিস্ট যাতে কিছু স্বাভাবিক কাজ ভুলে না যাই। যেমনঃ দাঁত ব্রাশ □

পরিকল্পনা ২ - গণিত

- একজন স্যার আছেন – তার কাছে যাওয়া লাগবে প্রতি শুক্রবার।
- আমার নিজের বানানো টুডু লিস্ট দেখে দিনের কাজ দিনে শেষ করা লাগবে। গণিতের বেলায় এই কাজ করাটা বাধ্যতামূলক।
- বেশি বেশি ঘড়ি ধরে করা লাগবে। Time is of the essence!

পরিকল্পনা ৩ - কেমিস্ট্রি

- কেমিস্ট্রি আর গণিত একই হারে চলবে। কোনো বিস্তারিত প্ল্যান নেই।
  - কেমিস্ট্রিতে প্রশ্ন ভালো ঝামেলা হবে। কারণ সিলেবাস প্রশ্ন প্যাটার্ণের তুলনায় বেশ বড়। বিশেষতঃ সেকেন্ড পেপারে।

পরিকল্পনা ৪ - ফিজিক্স

- ফিজিক্স নিয়ে আমার মোট ভয় অনেক কম। যদিও দ্বিতীয় পত্রে তুলনামুলকভাবে দূর্বল তবে যথেষ্ট ভালো।
- টেস্ট পেপারে টেকনিক্যাল সমস্যা ছাড়া বেসিক কোনো সমস্যা থাকবে না তাই ফিজিক্স আমার গুরুত্বের লিস্টে প্রাথমিকভাবে সবার নিচে থাকবে।

শেষ